১৪৪৩ হিজরির পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে
আমীরুল মু'মিনীন শাইখুল হাদিস
মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ'র

বার্তা





১৪৪৩ হিজরির পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমীরুল মু'মিনীন শাইখুল হাদিস

মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ'র বার্তা

অনুবাদ ও পরিবেশনা



بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

হে মুসলিম উম্মাহ এবং আফগানিস্তানের মুসলিম ও মুজাহিদ জাতি!

প্রথমেই আমি পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি - আমার প্রিয় দেশবাসীকে, শুহাদাদের পরিবারবর্গকে, তাঁদের বিধবা আহলিয়াদের এবং তাঁদের ইয়াতিম শিশুদের। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের কুরবানি, হজ, ইবাদত ও আমলে সালেহগুলো কবুল করে নেন। (আমীন)

প্রিয় দেশবাসী!

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে আমরা এই বছরের ঈদুল আযহা উদযাপন করছি এমন সময়ে, যখন আমাদের দেশটি পুরোপুরিভাবে স্বাধীন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সরকারব্যবস্থা যার ভিত্তি ‘ইসলামি শরীয়াহ’। যার ছায়ায় আফগান জাতি বসবাস করছে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের কোমল বন্ধনে।

আমাদের এই বিজয়ের পিছনে অবদান শুধু ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদিনদের নয়, বরং এই বিজয়ের পিছনে অবদান রয়েছে পুরো আফগান জাতির। তারাই বিগত ২০ বছরের জিহাদে সবরকমের কষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছেন।

ইসলামি ইমারাত তার পূর্ণ মনোযোগ আফগানিস্তানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক সরকার গড়ে তোলায় নিয়োজিত করেছে। যাতে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।

আল্লাহর রহমতে বহু বছর পর আমাদের অনেক দেশবাসী মক্কাতুল মুকাররামায় পবিত্র হজ পালনে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের দুআ কবুল করুন এবং তাঁদের সহীহ-সালামতে দেশে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন

(আমীন)। আশা করি, হাজীগণ আমাদেরকেও তাঁদের দুআয় শামিল রাখবেন এবং দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য দুআ করবেন।

আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে জানাতে চাই, তাদের সাথে আমাদের শত্রুতা নেই এবং আমাদের ভূমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না। একই সাথে এও জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা চাইনা কোনও দেশ আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনওরকমের হস্তক্ষেপ করুক।

চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার সাথে ইমারাতে ইসলামিয়ার কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিব।

আফগানিস্তান আফগানদের মাতৃভূমি। আমরা চাই সকলেই দেশ বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করুক। আমি মনে করি এটি সব আফগানদের দায়িত্ব। আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি - আমরা শত্রুতা চাই না। আমরা সকলের দিকেই আমাদের বন্ধুত্বের হাতকে প্রশস্ত করে দিতে চাই। বন্ধুত্ব ও দুশমনির ব্যাপারে আমরা কেবলমাত্র ইসলামের নীতি (আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ) মেনে চলবো।

যেহেতু আফগানরা বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে আসছেন, তাই আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবো - তাদেরকে দেয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পূরণ করুন এবং তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।

যারা আফগানিস্তানের ইসলামি সরকারের বিরোধিতা করছে এবং দেশের ভিতর ও বাহির থেকে বিভিন্ন চক্রান্ত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে, আমি তাদেরকে বলতে চাই - পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ দেখুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন। আপনাদের জন্য এটাই ভালো হবে যে - এসব অপতৎপরতা বন্ধ করে শরীয়াহর ছায়াতলে ফিরে আসুন।

দেশবাসী যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইমারতে ইসলামিয়া পূর্ণভাবে অবগত। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, দেশকে পুনর্গঠন করা এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান করা ইমারাত ও দেশবাসী - উভয় পক্ষের যৌথ দায়িত্ব। চলুন, আমরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে কাজ করি। একে অপরকে সহায়তার মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিতে অংশ নেই।

আমাদের দেশবাসী ইসলামি ইমারাতকে সমর্থন করে যাবে - এই ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী। আমি উলামায়ে কেরাম, গোত্র নেতাগণ এবং নেতৃবৃন্দদের কার্যক্রমের তারিফ করছি। তাঁরা সকলে ইমারাতে ইসলামিয়াকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন এবং সম্প্রতি কাবুলে অনুষ্ঠিত বিশাল জমায়েতে ইমারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করেছেন।

ইমারাতে ইসলামিয়া 'শিক্ষাখাত'কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এক্ষেত্রে শরীয়াহ এর নির্দেশনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। একই সাথে গুরুত্ব দিচ্ছে শিশুদের জন্য যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরিতে।

যেকোনওরকমের বে-ইনসাফি কিংবা বে-আইনি কাজ সংঘটিত হলে সে সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করার জন্য ইমারাতে ইসলামিয়া 'অভিযোগ দায়ের কর্তৃপক্ষ' এর ব্যবস্থা করেছে। সর্বস্তরের জনগণ সেখানে অভিযোগ করতে পারবেন। এই কর্তৃপক্ষের স্টাফদের প্রতি আমার নির্দেশনা থাকবে - আপনারা মানুষের অভিযোগ শোনার ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হবেন ইনশা আল্লাহ। প্রতিটি অভিযোগ ঠিকানা ও সময় সহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রয়োজনে আপনারা 'সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক'দের কিংবা সামরিক আদালতের সাহায্য নিবেন।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের সাথে জড়িত প্রত্যেকের দায়িত্ব যতদূর সম্ভব বেশি থেকে বেশি মানুষকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা। স্থানীয় ও বিদেশী সংস্থাগুলোর সাহায্য নিয়ে দেশজুড়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আপনাদের তৎপর থাকতে হবে।

উলামায়ে কেরামের প্রতি আমার অনুরোধ - আপনারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের মাঝে আরও বেশি সচেতনতা তৈরি করুন। তাদের কাজকে শরীয়াহ অনুযায়ী সংশোধন করে দিন। আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিরোধ সৃষ্টি না করলে প্রত্যেক জাতিই সুখ-শান্তির দেখা পাবে। দাওয়াহ এবং ইসলাহ এর দিকটা পুরোপুরি উলামায়ে কেরামের উপর ন্যস্ত। আপনারা মানুষের অন্তরকে নূরে নূরান্বিত করবেন মসজিদে, জমায়েতে, মিডিয়ায়, প্রোগ্রামে - সর্বত্র। আপনারা হবেন মানুষের হিদায়াতের ওয়াসিলা।

ইসলাম আমাদের নির্দেশ দেয় সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে। অতএব ইমারাত সব নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর নারীরা অবশ্যই শরীয়াহ এর মাপকাঠি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অধিকার ভোগ করবেন।

ইসলামি শরীয়াহ এর আলোকে বাকস্বাধীনতার সুযোগ করে দিয়েছে ইমারাতে ইসলামিয়া। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকেও বিবেচনা করা হবে। এসব দিক মাথায় রেখে সাংবাদিকগণ সাংবাদিকতা চর্চা করতে পারবেন।

ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষিত ক্যাডার সহ সকল মেধাবী ও পেশাদার ব্যক্তিবর্গ এবং দেশীয় ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারীদের আমরা জানাতে চাই - আফগানিস্তান আপনাদের প্রতিভার দিকে মুখিয়ে আছে। ইমারাতে ইসলামিয়া আপনাদের যথাযথ মূল্যায়ন করবে ইনশা আল্লাহ। আমরা চাই একসাথে দেশের জন্য কাজ করতে।

ইমারাতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীকে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও তাদের ঊর্ধ্বতনের আনুগত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আপনারা ঔদ্ধত্য পরিহার করুন এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মুহাব্বাতের বন্ধন তৈরি করুন।

কোষাগার ও জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকে আমাদের সকলের মনোযোগ দিতে হবে। অস্ত্র, সাঁজোয়া যান, গোলাবারুদ, সরকারি স্থাপনা এবং কোষাগার সংশ্লিষ্ট সবকিছুর যথাযথ ব্যবহার করা হবে - এই বিশ্বাস আমাদের জাতি আমাদের উপর রাখে। অতএব কারো অনুমতি নেই এগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার কিংবা অপচয়ের।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের পরিবারের অনেকে শাহাদাত বরণ করেছেন, অনেকে আহত অবস্থায় আছেন। আল্লাহ শুহাদাদের উপর রহম করুন এবং তাঁদের পরিবারকে সবর ও উত্তম জাযা দান করুন। ঘটনাটি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত শোকাবহ ছিল। আমরা চাই ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে। আমি সংশ্লিষ্ট সকল অফিসারকে ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় পৌঁছে দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে সহায়তা তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, নিষ্ঠার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

মিসকিন, ইয়াতিম এবং শারীরিকভাবে অক্ষমদের চাহিদা পূরণে ইমারাতে ইসলামিয়া গুরুত্বের সাথে কাজ করছে। ‘শহিদ ও চাহিদাসম্পন্নদের মন্ত্রণালয়’ এবং ‘রেড ক্রিসেন্ট’কে তাদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। চাহিদাসম্পন্নদের চাহিদা পূরণে কাজ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তারা ইয়াতিম, বিধবা ও অন্যান্য চাহিদাসম্পন্নদের অভাব পূরণের জন্য সবকিছু করবে। ব্যবসায়ীদের উচিত দরিদ্র দেশবাসীদের দিকে নজর দেয়া। দুর্বল আর্থিক অবস্থা থেকে তাদের বের করে আনা, বিশেষ করে ঈদের এই দিনগুলোতে।

আমি বক্তব্যের সমাপ্তিতে ঈদুল আযহা উপলক্ষে সকল দেশবাসীকে আরও একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আশা করি ঈদের দিনগুলো আপনারা নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অতিবাহিত করবেন।

শাইখুল হাদিস মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ

আমিরুল মু'মিনীন, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

৭ জিলহজ্জ ১৪৪৩ হিজরি

জুলাই ৬, ২০২২ ঈসায়ী

****